

নিমা হক

লেজুর্ডবৃত্তির শিক্ষক রাজনীতি ও কালো ব্যাজ

রাজনৈতিক অঙ্গন ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা গত ১৬ জুলাই গ্রেফতার হওয়ার পর দৃশ্যপট বদলে যাচ্ছে। চারদিকের অবস্থা আগের মতোই অস্থিতিশীল, অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর গ্রেফতারের ব্যাপারটি তেমন আকস্মিক নয়। এর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই তিনি প্রায় গৃহ অন্তরীণ ছিলেন। তার চলাফেরায় বা দলের লোকজনের সঙ্গে দেখা করার বা মেলামেশায় বিধিনিষেধ ছিল। তিনি গ্রেফতার হবেন এমন অনুমান অনেকেই করছিলেন, গ্রেফতার হলেনও তিনি। ১৬ জুলাই ভোরে তাকে কড়া নিরাপত্তায় কোর্টে নেয়া হলো। তার জামিন নামঞ্জুর হলো এবং তাকে নতুনভাবে তৈরি করা সাবজেল পাঠানো হলো।

গ্রেফতারের প্রক্রিয়াটি নিয়ে তার দল, সূরী সমাজের কেউ কেউ, বিএনপি নেত্রী অনেকেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আমরাও ব্যথিত হয়েছি। কিন্তু তিনি তো সাধারণ মানুষ নন। বিশাল দলের একজন নেত্রী। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী। তার গ্রেফতারের দলের নেতাকর্মী, শুভানুধ্যায়ীরা ভিড় জমাবে, এটাই স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষেরও কৌতূহল থাকবে। কিন্তু অস্বাভাবিক হলো তার গ্রেফতারের কিছু মানুষের প্রতিক্রিয়া।

আমরা সবাই জানি, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। এ জন্য আইন রক্ষাকারী সংস্থা অর্থাৎ পুলিশ, আইন মন্ত্রণালয় ছাড়াও কাজ করছে দুর্নীতি দমন কমিশন এবং গুরুতর অপরাধ দমন জাতীয় সমন্বয় কমিটি। কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী বারবার বলেছেন - আইনের চোখে সবাই সমান। তিনি আরো বলেছেন, সংস্কারবাদী হন কিংবা অন্য যে-ই হন দুর্নীতিবাজ কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না। নিরীহ কাউকেই গ্রেফতার করা হচ্ছে না এবং যাদের বিরুদ্ধে বা নামে দুর্নীতি বা ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে তাদেরই কেবল আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে দুর্দূর পূর্ণাঙ্গ কাঠামো অনুমোদন করা হয়েছে। জনবল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হচ্ছে।

কাজেই আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর গ্রেফতার স্বাভাবিক নিয়মে হয়েছে। কিন্তু এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া কি স্বাভাবিক? দলের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর

রহমান যা বলেছেন তার একটা সরল ব্যাখ্যা আছে। দলের নেতা হিসেবে তিনি স্বাভাবিকভাবেই বলেছেন, তারা শেখ হাসিনাকে মুক্ত করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেবেন। খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা। তবে পরে তিনি বলেছেন, শেখ হাসিনাকে মুক্ত করার

সংস্কারের সুযোগ দিচ্ছেন। নতুন দল গঠনেরও সুযোগ দিচ্ছেন। আশা করা যায়, খুব শিগগিরই ঘরোয়া রাজনীতিও চালু হবে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী গ্রেফতার হওয়ার পর কিছু উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটেছে। প্রথমত, ১৯ জুলাই কে বা



শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের কালো ব্যাজ ধারণ অযৌক্তিক.

আগে তার দলের সংস্কারের কোনো প্রস্তুতি ওঠে না এবং আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে কর্মসূচি দেবে। দেশে জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কি কর্মসূচি দেবেন তারা? যদি তা হয় কালো ব্যাজ পরে শোক প্রকাশ, তা ঠিক আছে। যদি তারা বলেন শান্তিপূর্ণ মিছিল, তাও যুক্তিহীন নয় অথবা যদি বলেন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা অনশন করবেন, সেটারও একটা অর্থ থাকতে পারে। কিন্তু যদি তারা কোনো ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ করেন তবে তা হবে নিতান্তই অদূরদর্শী কাজ। সরকার জরুরি অবস্থার মধ্যে কেন সংস্কারপন্থী নেতাদের বৈঠক করার (মিছিল, সমাবেশ, কাউন্সিল নয়) সুযোগ দিচ্ছে এ নিয়ে কেউ কেউ কথা বলছেন। কিন্তু এ সরকার তো বারবারই বলছে, তারা দলের সংস্কার দেখতে চান। কারণ রাজনৈতিক দলগুলোর অনিয়মতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের কারণেই তাদের আগমন ঘটেছে। কাজেই তারা পর্যায়ক্রমে দলগুলোকে

কারা একটি ক্যাবে আঙন লাগিয়ে দিয়েছে। ২০ জুলাই শাহবাগে জাতীয় সম্মেলন ভবনের সীমানায় দুটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এদিকে ছাত্রলীগ শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে প্রথম যে ধর্মঘট ডেকেছিল তা সফল হয়নি। তারা আবার ২২ জুলাই দেশব্যাপী জেলায় জেলায় এবং আগামী-বৃহস্পতিবার থানায় থানায় কর্মসূচি নিয়েছে। অন্যদিকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সমিতি ২২ জুলাই ঊর্ধ্বদিবস কর্মবিরতি দিয়েছে। অবশ্য এতে সমিতির দুই দল আওয়ামী লীগ ও বাম দল সমর্থিত নীল ও গোলাপি দলের এবং বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত সাদা দলের শিক্ষকরা বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন। সাদা দল কর্মবিরতিকে অযৌক্তিক বলে দাবি করেছে। তারা আইন উপদেষ্টার অপসারণ দাবিরও বিরোধিতা করেছে। শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের যে কোনো ধরনের কর্মসূচি, এমনকি কালো ব্যাজ ধারণও

অযৌক্তিক এবং শিখ হাসিনা শিক্ষক নন, তাই পলিটিশিয়ানরাই দাবি করতে পারেন শিক্ষকদের সম্পৃক্ততা অথচ ঢাকা ইউনিভার্সিটি সপ্তে বাংলাদেশ কৃষি ৫৬ জন শিক্ষকও এক শেখ হাসিনার মুক্তি দা শিক্ষকদের এ ধরনের দা হওয়াটা একেবারেই অন শিক্ষকরা হলেন মানুষ গ তাদের প্রধান ও একমাত্র ছাত্রছাত্রী তথা নতুন প্র

ক বছরে হয়নি

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ব্যাপার সবাই আইনজীবী হবে না। ক্রম শুরু হওয়ার জন্য ডিনের এ তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রত উল্লেখ করেন। তিনি আটে চেয়ারম্যান ও ডিনের টা কারণেই ক্রাস শুরু হতে দেরি বিভাগের একাধিক অভিযোগ করে, পাস এক বছর বসে আছে চাকরির জন্য আবেদন পারছে না। তাদের এক বছর নষ্ট হওয়ার শিক্ষকদের অবহেলা করেন। ইউনিভার্সিটি বর্ষের নৃবিজ্ঞানের গত বছর জুলাইয়ে পরীক্ষা মার্চের সাত মাস ক্রাস শেখ অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষা অক্টোবরে পরীক্ষা শেষ করে মাস পরে তাদের রেজাল্ট হয়েছে। গত মে মাসে তারা ক্রাসও শুরু করে দিয়েছে।

চট্টগ্রামে দিদারুল আ 'পাহাড়ের গীতিকথা' ফটো একজিবিশন

চট্টগ্রাম অফিস
ফটো সাংবাদিক দিদারুল আ দিনব্যাপী 'পাহাড়ের গীতিকথা' ফটো একজিবিশন চট্টগ্রামে ৩ গতকাল রবিবার বিকালে একাডেমি গ্যালারিতে এবং উদ্বোধন করেন সমাজবিজ্ঞানী সেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না প্রধান অতিথি ছিলেন চট্ট যদি রাজনীতিতে যুক্ত হন কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র হবে ছাত্রছাত্রীদের, ইউআলম। আদিবাসী নেতা ও স তথা সমগ্র দেশের। শীর বাহাদুর এবং চট্টগ্রাম ও সাবেক সভাপতি আবু সুফিয় উপস্থিত ছিলেন। জীবনধারা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি তার উদ্ভিদ ও সাদাকালো ৬০টি ছবি ডালো-মন্দ প্রভাব পড়ছেন পেয়েছে। ছবিগুলোতে স সরাসরি রাজনীতিতে যুগ্মলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী এমনকি শেখ হাসিনার আত্মজীবনী ফুটে উঠেছে। প্রতি তার সঙ্গে দেখা করতে গে ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত প্রদ কেউ কালো ব্যাজ পরিধা সমাবেশ, কর্মবিরতি পাল না। দেশের সাংবাদিক, ইঞ্জিনিয়ার সবাই স্বীয় দা করে চলেছেন। এমনকি ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরাও দায়িত্ব দায়িত্বশীলতার স চান্দনা গ্রামে বিদ্যুৎস্পষ্ট হ করছেন। তারা সবাই নিহত হয়েছেন। নিহতরা সচেতন। দেশের চলমআন্দোল আলী (৬৫) এবং সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এবিগম (৫৫)। পারিবারিক গতকাল, রবিবার স